ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 038 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৩৮ ● কলকাতা ● ২৬ মাঘ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মে মাস থেকে ৩ হাজার টাকা ঢুকবে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে', আশ্বাস শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবারের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে রাজ্য সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি ঘোষণা করেছে। এর ফলে সাধারণ মহিলারা মাসে পাবেন ১৫০০ টাকা করে, এসসি-এসটি-রা মাসে পাবেন ১৭০০ টাকা করে। এবার এর পাল্টা প্রতিশ্রুতি দিল বিজেপি। 'এপ্রিলের মধ্যে যদি বিজেপির সরকার হয়, ১ মে ৩ হাজার টাকা ঢুকবে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে', বীরভূমের সভা থেকে এমনই আশ্বাস দিলেন শুভেন্দু অধিকারী । একইভাবে বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা আরও বাড়বে বলে দাবি করেছেন সুকান্ত মজুমদার।লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বরাদ্দ বৃদ্ধি ঘোষণা দিন মমতা বলেছিলেন, "আজকেও যে বলা হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ফেব্রুয়ারি

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 197

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সুস্থ শরীর ছাড়া মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। এক জীর্ণ গাড়ী, যা চলতেই পারে না, ঐ গাড়ীর ড্রাইভার কি করতে পারে? ড্রাইভার যতই ভাল হোক, গাড়ী খারাপ হলে কোন কাজের নয়। এক ভাল ড্রাইভার গাড়ী ছাড়া নিজে কিছু করতে পারে না। শরীর সুস্থ না হলে, আত্মারূপী ড্রাইভারও বেকার। সেও কোন কাজের নয়।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

দুর্বল সেতু ভেঙে বড় বিপর্যয়, ওভারলোড ডাম্পারকে ঘিরে প্রশ্ন

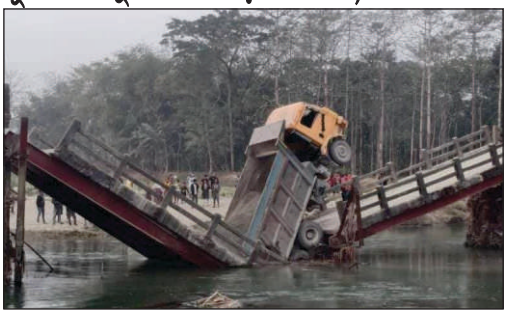

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এলাকায় ঘটে গেল এক গুরুতর দুর্ঘটনা,যার জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার জনজীবন।মুজনাই নদীর উপর অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু দিয়ে অতিরিক্ত বোঝাই ডাম্পার পারাপারের সময় আচমকাই সেতুটির একাংশ ভেঙে পড়ে।সৌভাগ্যবশত বড়সড় প্রাণহানির খবর না মিললেও ঘটনাটি ঘিরে চরম আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,দীর্ঘদিন ধরেই সেতুটির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ ও দুর্বল ছিল।বহুবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেতুটি সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের দাবি জানানো হলেও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।রবিবারের এই দুর্ঘটনা সেই দীর্ঘদিনের অবহেলারই ফল বলে মনে করছেন তারা।উল্লেখ্য,জটেশ্বর,পাঁচমাইল সড়কে যাতায়াতের অন্যতম প্রধান সংযোগ ছিল এই সেতুটি। সেতু ভেঙে পড়ায় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে ওই রুটে যান চলাচল।ফলে বিপাকে পড়েছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। নিত্যদিনের যাতায়াত, বাজার করা,কর্মস্থলে পৌঁছনো সবকিছুই কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন স্কুলপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী,জরুরি চিকিৎসার জন্য রোগী পরিবহণ এবং নিত্যযাত্রীরা। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, ওভারলোডিং ডাম্পারের অবাধ চলাচলই সেতুর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছিল।যথাযথ নজরদারির অভাবেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের দাবি।এখন প্রশ্ন উঠছে দুর্বল সেতু দিয়ে কীভাবে অতিরিক্ত বোঝাই গাড়ি চলাচলের অনুমতি মিলল ? ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।অস্থায়ী বিকল্প যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং দ্রুত নতুন সেতু নির্মাণ বা পুরনো সেতুর সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বন্ধ করে দেওয়া হবে সরকারি ভাতা, সরাসরি হুমকি শওকত মোল্লার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আর্থিক অনুদানে বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সেই ঘোষণার পর থেকেই বহু উপভোক্তা বাড়তি টাকা পেতে শুরু করেছেন। রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে আসন্ন ভোটের আগে এই ভাতা বৃদ্ধি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম বড় কৌশল।শওকত মোল্লার এই মন্তব্য ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। দলীয় স্তরেও তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেনি তৃণমূল। দলের মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ স্পষ্ট জানান, এটি দলের অবস্থান নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মন্তব্য। অন্যদিকে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ কড়া ভাষায় এই হুঁশিয়ারির সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক ভাতা ও সরকারি প্রকল্পে অর্থ বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

এই আবহেই ভাঙড়ে একটি সভা থেকে বিতর্কিত মন্তব্য করে শোরগোল ফেললেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। তিনি প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দেন, নির্বাচনে কোনও আসনে হারলে সেখানে সরকারি পরিষেবা ও আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। তাঁর দাবি, ভাঙড়ের যে তিনটি এলাকায় তৃণমূল পরাজিত হয়েছে, সেখানে ইতিমধ্যেই সরকারি ঘর সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সভামঞ্চ থেকে শওকত

এরপর ৬ পাতায়

মোট ৮,৫০৫ জন গ্রুপ-বি আধিকারিক দেওয়া যাবে, সোমে সুপ্রিম-শুনানির আগে জানিয়ে দিল নবান্ন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত মামলার শুনানির আগে বড় খবর। এসআইআরের কাজের জন্য মোট ৮,৫০৫ জন গ্রুপ-বি আধিকারিক দিতে পারবে বলে জানিয়ে রাখল নবান্ন। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার একটি চিঠির মাধ্যমে এই তথ্য কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে।প্রসঙ্গত, গত ২৬ নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কাজ অনেকটাই শেষের দিকে থাকলেও এখনও সব জায়গায় শুনানি সম্পূর্ণ হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি শেষ করার লক্ষ্য থাকলেও কমিশন সময় চেয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ হওয়ার কথা থাকলেও তা যে হবে না, কমিশনের তরফে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সেই শুনানিতে আগের মতোই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সওয়াল করতে পারেন বলে জল্পনা। তার আগেই কমিশনকে গ্রুপ-বি আধিকারিকের সম্ভাব্য সংখ্যার কথা জানিয়ে রাখা হল।

উল্লেখ্য, গত বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

মে মাস থেকে ৩ হাজার টাকা ঢুকবে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে', আশ্বাস শুভেন্দুর

মাস থেকেই তাঁরা পাবেন। ৫০০ টাকা করে বেড়ে গেল সবার জন্য। যারা ১০০০ টাকা পেতেন তাঁরা ১৫০০ টাকা পাবেন, আর যারা ১২০০ পেতেন, তাঁরা ১৭০০ টাকা পাবেন। এটা কী কম হল ? আপনি জানেন এত কত টাকা যায় ? আমরা এটা নয় যে কোনও কোনও রাজ্যে সাইকেল থাকলে পাবে না, স্কুটার থাকলে পাবে না, মাথার ওপর চাল থাকলে পাবে না...আমরা সবাইকে দিই। ইউনিভার্সাল। বিহারে ১০ হাজার টাকা দিয়েছিল। তারপরে বুলডোজার চালিয়েছিল। প্রথমে এই প্রশ্নের জবাব চান। যেখানে যেখানে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল,সেখানে দেয় না। কোনও পরিবারে যদি পাঁচজন মহিলা থাকে, আমরা পাঁচজনকেই দিই। কিন্তু, ওরা একজনকেও দেয় না। এরকম অনেক পরিবার আছে। আমরা এমনটা করি না।"বিরোধী দলনেতা বলেন, "এপ্রিলের মধ্যে যদি বিজেপির সরকার হয়, ১ মে ৩ হাজার টাকা ঢুকবে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে। আর মে মাসে যদি বিজেপির সরকার হয়, ১ জুন ঢুকবে আপনাদের অ্যাকাউন্টে। শুধু মহিলাদের নয়, বার্ধক্য ভাতা-বিধবা ভাতা, দিব্যাঙ্গ ভাতা, তফসিলি ভাতা, তফসিলি উপজাতি ভাতা, লোকপ্রসার শিল্পীর ভাতা...সব ভাতার ক্ষেত্রেই আগামীদিনে বিজেপি সংকল্প পত্রে যে অঙ্গীকার ঘোষণা করবে, সেটাই আমরা রাখব।" এ প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, "বিজেপি তো বলছে, আমরা তো স্পষ্ট বলছি, তাদের থেকে বেশি টাকা আমরা দেব। আমাদের রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করেছেন। আমি আগে যখন রাজ্য সভাপতি ছিলাম, তখন ঘোষণা করেছি আমরা। যে, আমরা লক্ষীর ভাণ্ডারকে শুধু চালুই রাখব তা নয়। তৃণমূল কংগ্রেস যে টাকা দিচ্ছে, তার থেকে বেশি টাকা আমরা লক্ষীর ভাণ্ডারে দেব। আমরা বিভিন্ন রাজ্যে দিচ্ছি। এ তো নতুন কিছু নয়। অনিশ্চয়তার বিষয়ই নেই। আমরা ৫০০ টাকায় গ্যাসের সিলিন্ডার দিচ্ছি বহু রাজ্যে। আপনারা মাত্র দেড় হাজার বা ১৭০০ টাকার কথা বলছেন। এখনই ইন্টারনেটে খুঁজুন, আমি আপনাদের মাধ্যমে বলছি, হরিয়ানার সরকার বার্ধক্যভাতা কত দেয় ? ৩২০০ টাকা। এখনই খুঁজলে পাবেন। প্রতিবছর বাড়ে ২৫০ টাকা করে। ইনক্রিমেন্ট হয়। যেরকম সরকারি চাকরিতে ইনক্রিমেন্ট হয়, সেরকম বার্ধক্যভাতায় ইনক্রিমেন্ট হয়। বিজেপি শাসিত রাজ্যে। তো আমরা কীভাবে দিচ্ছি ? প্রত্যেক জায়গায়, তৃণমূল কংগ্রেস যে টাকা দেয় তার থেকে বেশি টাকা আমরা দিই। আমাদের অরুণোদয় প্রকল্প আছে অসমে। তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে বেশি টাকা দিতাম আমরা।"

মোবিকুইক 2026 অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে কর-পরবর্তী মুনাফা অর্জন করেছে

কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, 2026: ওয়ান মোবিকুইক সিস্টেমস লিমিটেড (মোবিকুইক) (এনএসই: MOBIKWIK / বিএসই: 544305), ভারতের বৃহত্তম ডিজিটাল ওয়ালেট2], আজ 31 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য তাদের আয়ের ফলাফল (একক এবং একত্রিত) ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি তার পেমেন্টস এবং আর্থিক পরিষেবা ব্যবসা জুড়ে শক্তিশালী কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে একটি লাভজনক ত্রৈমাসিক পার করেছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ, কারণ মোবিকুইক লাভজনকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একই সাথে তার প্ল্যাটফর্মের পরিধি বৃদ্ধি করে সমগ্র ভারতে ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা আরও শক্তিশালী করছে।

এই সূচকগুলিতে উন্নতি ঋণদান ব্যবসায় সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের প্রতিফলন ঘটায়। মুনাফা দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, কোম্পানিটি একটি সুপরিকল্পিত ও টেকসই পদ্ধতিতে তার ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা পোর্টফোলিও জুড়ে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থানে রয়েছে।

কোম্পানির পারফরম্যান্স সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মোবিকুইকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিএফও উপাসনা টাকু বলেছেন:"আমরা একটি লাভজনক ত্রৈমাসিকের কথা জানাতে পেরে আনন্দিত, যা আমাদের ব্যবসা জুড়ে সুশৃঙ্খল কার্যকারিতা এবং ধারাবাহিক ব্যয় অপ্টিমাইজেশনের প্রতিফলন। পরিচালন দক্ষতার উপর আমাদের মনোযোগ এবং সুচিন্তিত সম্প্রসারণ আমাদের প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রেখে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম করেছে। আমরা 2026 অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধে মুনাফা অর্জনের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম এবং আমরা সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পেরে গর্বিত। ভবিষ্যতে, আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মকে দায়িত্বশীলভাবে প্রসারিত করতে এবং আমাদের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূল্য তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

ছুটির দিনে গিরিরাজ-শমীকের বৈঠক কলকাতা বিমানবন্দরে,

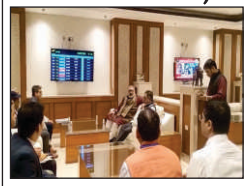

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। তাই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীরা বাংলায় ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করে দিয়েছেন। আবার বঙ্গ-বিজেপির নেতারা ছুটে বেড়াচ্ছেন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। শাসকদল এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নানা কুকথা বলে চলেছেন। এই আবহে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলায় ঘুরে গিয়েছেন।এছাড়া আজ, রবিবার নদিয়ার শান্তিপুরে তাঁত শিল্পী সম্মেলন রয়েছে বিজেপির। সেখানেই যাবেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তবে তার আগে বাংলার সংগঠন কেমন রয়েছে তা নিয়ে দু'পক্ষের কথা হয়। বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কতটা আশাবাদী বঙ্গ-বিজেপি সে কথাও জানতে চান গিরিরাজ। এমনকী বঙ্গ-বিজেপি কতটা প্রস্তুত সে কথাও জেনে নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। যেহেতু কলকাতা বিমানবন্দর থেকে নদিয়ায় যাওয়ার কথা ছিল তাই লাউঞ্জেই বৈঠক করলেন শমীক বলে সূত্রের খবর।আবার আসবেনও। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিও এখানে ঘুরে গিয়েছেন। কিন্তু বঙ্গ-বিজেপির সংগঠন একদম তলানিতে রয়েছে। তখন কলকাতা বিমানবন্দরের লাউঞ্জেই হয়ে গেল বড় বৈঠক। ওই বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে বঙ্গ-বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বাংলায় পার্টি অফিস থাকতে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বৈঠক কেন? উঠছে প্রশ্ন। এদিকে রবিবার ছুটির দিন। তার

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

হুমকির অভিযোগে জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য হলেন নদিয়ার বৃদ্ধ দম্পতি

নিজেদের সারা জীবনের সঞ্জয় দিয়ে স্প্নের বাড়ি গড়েছিলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। সেই বাড়িতেই বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটানোর আশা ছিল তাঁদের। কয়েক দশকের পরিশ্রমে গড়ে তোলা প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল তাঁদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব মায়া কাটিয়ে চোখের জলে সেই ভিটে-মাটি ছেড়ে রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হলেন নদিয়ার রানাঘাটের ঘটক দম্পতি।এই ঘটনায় রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছেন দলেরই নেতা জগদীশ মণ্ডল। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্ব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রশাসনের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে। তবে আতঙ্ক কাটেনি ঘটক পরিবারের, নিরাপত্তার আশায় তাঁরা ছাড়াই শ্রেয় মনে করেছেন।অভিযোগের চাপে প্রায় অর্ধেক দামে সম্পত্তি বিক্রি করে তাঁরা পাড়ি দিচ্ছে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে।

রঞ্জিত ঘটক তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি ঘটকের অভিযোগ, তৃণমূলের এক যুবনেতার লাগাতার হুমকি ও শারীরিক নির্যাতনের কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাদের দাবি বাড়ি দখলের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে মারধর, গালিগালাজ এমনকি খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। থানায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। বরং দিনের পর দিন অত্যাচার বেড়েই চলেছে। বাধ্য হয়ে শেষ সম্বলটুকুও বিক্রি করে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।রঞ্জিত ঘটক জানান, প্রায় প্রতিদিনই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ির সামনে এসে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হত এবং ভয় দেখানো হত। কান্নাজড়িত গলায় অঞ্জলি ঘটক বলেন, "জন্মভূমি, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যেতে কারও ইচ্ছে করে? কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না।"

রানাঘাট থানার নেকারির বাসিন্দা এই দম্পতির অভিযোগের তির প্রাক্তন অঞ্চল যুব সভাপতি দীপঙ্কর মোদক ও তাঁর সহযোগী মধু বিশ্বাসের দিকে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দীপঙ্কর মোদক। তাঁর পাল্টা দাবি, ঘটক পরিবারই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করছে এবং বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে নগদ টাকা ও সোনা চুরি করেছে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বাদশ পর্ব)

বছর বয়সে তিনি মহাসমাধী লাভ করেন পশ্চিমবাংলার কলকাতার বাগবাজার মায়ের বাড়িতে। মা জে আজো আমাদের ছেড়ে যাননি, আমাদের মধ্যে রয়ে গেছেন তিনি। সেই কারণেই বরানগর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে দুর্গারূপে পূজিতা হন মা সারদা। হাওড়ার আমতার খড়িয়পে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ প্রেমবিহারেও মা দুর্গার সঙ্গে আরাধ্যা স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্যান্ত দুর্গা' মা সারদাও। সেই ১৯৪৪ সাল থেকে মা সারদার প্রতিকৃতিকে দুর্গারূপে পুজো হয়ে আসছে বরানগর আশ্রমে। আর খড়িয়পে প্রেমবিহার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ছুটির দিনে গিরিরাজ-শমীকের বৈঠক কলকাতা বিমানবন্দরে

মধ্যেই রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। রাজ্যে এসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করলেন। বিমানবন্দরের লাউঞ্জেই মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক হয় শমীকের। সেখানে রাজ্যের তাঁত শিল্প যেতে চলেছে দেশের বাইরে। আর তা নিয়েই দু'পক্ষের কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বাংলায় তাঁত শিল্প বেশ জনপ্রিয়। এই শিল্পের সঙ্গে বহু মানুষ জড়িত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁত শিল্প নিয়ে একাধিক পদক্ষেপ করেছেন। তাতে তাঁত শিল্পে লাভের মুখ দেখা গিয়েছে। তন্তুজ থেকে শুরু করে বাংলার তাঁত এখন লাভের মুখ দেখেছে।

অন্যদিকে এদিন সকালে নয়াদিল্লি থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান এআই ২৭০৫ করে সকাল ৯টা ৪৩ মিনিটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসেন কলকাতায়। তাঁত শিল্প নিয়ে বৈঠকের পাশাপাশি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়েই নানা কথা হয়। এমনকী আগামী দিনে রাজ্যে টেক্সটাইলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করলেন জুটের ডিরেক্টরদের সঙ্গে বলেও সূত্রের খবর। রাজ্যের এই তাঁত শিল্পকে বাঁচাতে কী কী পদক্ষেপ অবলম্বন করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। টেক্সটাইলের ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বজ্রযান দেবসঙ্ঘে পঞ্চবর্ণের তারা আছেন, বিনয়তোষ জানান। শুক্লতারা, হরিততারা, পীততারা, নীলতারা ও রক্ততারা। এর মধ্যে পীততারার একটি রূপ প্রসন্নতারা আমরা আগে দেখেছি। রক্ততারার একটি রূপ কুরুকুল্লা, তাঁকেও আমরা এখন চিনি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ

(তৃতীয় পর্ব)

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫

হয়েছে। ফলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার স্বাস্থ্য এখন পুনরুদ্ধার করা গেছে। দ্রুততার সঙ্গে তাদের অগ্রগতি হচ্ছে। ব্যাঙ্কিং বিনিময় বাড়ছে এবং সাধারণ মানুষ তহবিলের সুযোগ পাচ্ছেন। শ্রী মোদী বলেন, যে সমস্ত গরীব আগে ব্যাঙ্কের সুযোগ বর্জিত ছিলেন, তাদের কাছে ব্যাঙ্ক ঋণ পৌঁছচ্ছে। মুদ্রা ঋণের সাফল্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, যুবকদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে ক্ষমতায়ন ঘটানো হচ্ছে, স্বনিযুক্তির পথে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে ৩০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ যুবকদের মধ্যে কোনওরকম জমানত ছাড়াই প্রদান করা হয়েছে। তারা এতে ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। এই সুবিধাপ্রাপকদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, গ্রামীণ মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আজ নতুন স্বপ্ন দেখছেন। ১০ কোটি মহিলা প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। এমএসএমই ক্ষেত্রগুলিতে ঋণের সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০১৪ সালের পূর্বে ব্যাঙ্কের খেলাপি ঋণের পরিমাণ যেখানে পাহাড়প্রমাণ দাঁড়িয়েছিল, বর্তমানে তা এক শতাংশে -এর নিচে নেমে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ করে বলেন, ধসে পড়া, বন্ধ হতে বসা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে ভাগ্যের পরিহাস হয়ে দেখা দিয়েছিল, তাদের অবস্থার এখন পরিবর্তন হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলি নিয়ে যাঁরা নেতিবাচক প্রচার করেন, শহুরে নকশালদের সঙ্গে তাদের তুলনা টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের কর্মীদের তারা বিপথে চালিত করেছিল। এলআইসি, এসবিআই এবং হ্যাল-এর মতো প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, অতীতের সরকার তাদের বিপথে চালিত করেছিল। কিন্তু বর্তমানে ক্রমাগত সংস্কার ঘটিয়ে তাদের অবস্থার রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। এলআইসি তার সর্বাধিক সাফল্য দেখাচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে যেসব রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলি দাঁড়িয়েছিল তার এখন লাভদায়ক হয়ে উঠছে। মেক ইন ইন্ডিয়া অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে জানান প্রধানমন্ত্রী। রেকর্ড সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট মাপের অর্ডার এই সমস্ত সংস্থাগুলি পাচ্ছে। উন্নত ভারত হয়ে ওঠার পথে ২৫ বছরের সময়কাল ভারতের অগ্রগতির বার্তাবাহক হয়ে উঠবে বলে তিনি জানান।

শ্রী মোদী বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, তাঁরা দেশের কৃষক সমাজের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। কেবলমাত্র বড় কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ক্ষুদ্র কৃষকদের অবহেলা করেছে। তাঁর সরকার বাস্তব এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়েই পিএম কিষাণ সম্মান নিধির সূচনা করেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছোট কৃষকদের ব্যাঙ্ক আমানতে সরাসরি ৪ লক্ষ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে, যা তাঁদের মধ্যে নতুন শক্তি ও স্বপ্ন গড়েছে।

শ্রী মোদী বলেন, কিছু বিরোধী নেতা সভার কাজে বিঘ্ন ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলেন, এক প্রবীণ বিরোধী নেতা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছিলেন পরিকল্পনা কমিশন নিয়ে সমস্যার কথা। পাহাড়ী এলাকার জন্য কোনও পৃথক প্রকল্প করার কথা পরিকল্পনা কমিশন অস্বীকার করেছিল। তা সত্ত্বেও কোনও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শ্রী মোদী বলেন, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর তাঁর সরকার পরিকল্পনা কমিশনের বিলোপ ঘটিয়ে নীতি আয়োগ গড়ে তুলেছিল, যা এখন অত্যন্ত গতিশীলতার সঙ্গে কাজ করছে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলির সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলি এখন উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য এই উন্নয়ন মডেলকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তিনি বলেন, যে সমস্ত জেলাগুলি আগে পিছিয়ে পড়া এবং অবহেলিত ছিল, এখন সেই অবস্থার রূপান্তর প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। অতীতে কোনও সরকারি আধিকারিককে এইসব জেলাগুলিতে পাঠানো শাস্তিমূলক পোস্টিং হিসেবে দেখা হত। তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তিনি অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন, ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলা যা উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়, এখন দেশজুড়ে তা বস্তার অলিম্পিকস হিসেবে চিহ্নিত। সেখানে প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের সুফল পৌঁছচ্ছে। গ্রামে বাস চলাচলের দেখা প্রথম মিলছে। এর মধ্যে দিয়ে এক রূপান্তরমূলক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, বিরোধী নেতারা এইসব পরিবর্তন চোখে দেখতে পান না। তারা অতীতের পরিকল্পনা কমিশনে আটকে আছেন। তিনি বলেন, তাঁর জন্মের পূর্বেই সর্দার বল্লভভাই

ক্রমশঃ

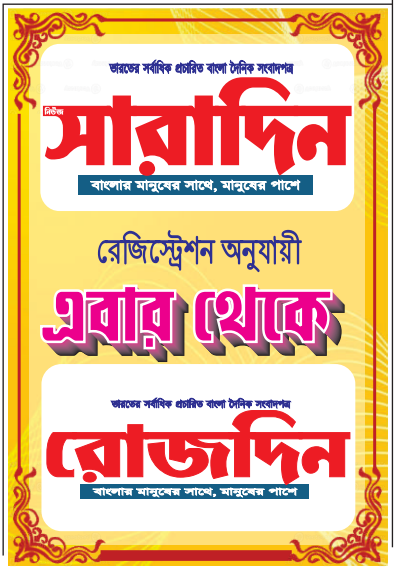

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

কাউন্সিলারের লাথিতে মৃত্যু বৃদ্ধের, দল থেকে বহিষ্কার করল তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। কাউন্সিলরের লাথিতে মৃত্যু হয়েছে ৮১ বছরের তুলসী অধিকারী নামে এক প্রবীণ ব্যক্তির। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে নিউ ব্যারাকপুরে। নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পেশায় একজন আইনজীবীও।এরপর ওই বয়স্ক ব্যক্তি নিজে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান এবং হাসপাতালে মৃত্যু হয়। তিনি কোন রকম মারধর করেননি বলে দাবি করেন কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পাড়া-প্রতিবেশী থেকে ওই বৃদ্ধের পরিবার দাবি করেছেন এই ঘটনায় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক পুলিশ প্রশাসন। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন যে, কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সে এর আগেও শুনেছেন। যে বাড়িতে বেআইনি কাজ হচ্ছে সেখান থেকে হয়তো সে কোনও বিশেষ সুবিধা নিয়েছে। তাই যারা অভিযোগ করেছে তাদেরকে রবিবার ঘটনাস্থলে এসে মারধর করেন। তাতেই ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। তৃণমূল কংগ্রেস অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে।ব্যারাকপুরের মনিরামপুরের বাসিন্দা তুলসী অধিকারী, তাঁর বাড়ির সামনে একটি অবৈধ নির্মাণ হচ্ছিল। তিনি পুরসভায় লিখিত অভিযোগ জানিয়ে সেই কাজে বাধা দেন। তাই আজ, রবিবার ঘটনাস্থলে এসে তুলসী বাবুর ছেলে হেমন্ত অধিকারীকে মারধর শুরু করেন কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলে অভিযোগ। এরপর ঘটনা খতিয়ে দেখে কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে বহিষ্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিকে দল থেকে বহিষ্কার করতেই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে আটক করেছে পুলিশ। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হতে পারে। ফৌজদারি মামলা দায়ের হলে চাপে পড়ে যাবেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অভিযোগ, ছেলেকে মারা হচ্ছে জানতে পেরে দোকান থেকে বেরিয়ে আসেন বাবা তুলসী অধিকারী। তখন তাঁকেও সেখানে লাথি মারা হয়। লাথি মারেন কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্বয়ং। এরপরই আঘাত পেয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ।

অন্যদিকে তৃণমূল কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই ঘটনার দাবি করেন, তিনিই রবিবার পথশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করতে সেখানে গিয়েছিলেন। তখন যে বাড়িতে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে সেখানে পুলিশ আসে। তিনি পুলিশকে জানান, ওই বাড়িতে মেরামতির কাজ হচ্ছে কোন অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে না। বাকিটা পুলিশ আধিকারিকরা দেখে নিন সরজমিনে তদন্ত করে। এরপর তিনি সামনের একটি চায়ের দোকানে এসে বসলে সেখানে ওই বাবা ও ছেলে ছুটে এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে গালমন্দ করে। শুধু তাই নয়, তাঁকে জামার কলার ধরে মারধর করার জন্য উদ্ধত হয়।

(২ পাতার পর)

বন্ধ করে দেওয়া হবে সরকারি ভাতা, সরাসরি হুমকি শওকত মোল্লার

বলেন, " আমরা যেখানে হেরেছি, সেখানে সরকারি টাকাই দেওয়া হচ্ছে না। বাপের ব্যাটা হলে সেই টাকা উদ্ধার করে দেখাও।" পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে সমালোচনা চলবে, এমন মনোভাব তিনি মানবেন না বলে মন্তব্য করেন।এছাড়াও সিএমআরও তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে এবং যাঁরা আইএসএফ কর্মী বলে পরিচিত, তাঁদের যেন কোনও সরকারি ভাতা না দেওয়া হয় এমন বার্তাও তৃণমূল কর্মীদের দিয়েছেন শওকত। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ অন্যান্য সামাজিক প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও শোনা যায় তাঁর বক্তব্যে। ভাঙরের চালতাবেড়িয়া, শানপুকুর ও পোলেরহাট-১ অঞ্চলে তৃণমূল আইএসএফের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

(২ পাতার পর)

মোট ৮,৫০৫ জন গ্রুপ-বি আধিকারিক দেওয়া যাবে, সোমে সুপ্রিম-শুনানির আগে জানিয়ে দিল নবান্ন

রাজ্যের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তখন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী অভিযোগ করেছিলেন, এসআইআরের কাজের জন্য রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত গ্রুপ-বি আধিকারিক দেয়নি। সেই কারণেই ভিন্‌রাজ্য থেকে আধিকারিক আনতে হয়েছে কমিশনকে। ওই শুনানির পর প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ, যেখানে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলিও ছিলেন, নির্দেশ দেয়, রাজ্য সরকার কত জন গ্রুপ-বি আধিকারিক দিতে পারবে, তা সোমবারের মধ্যে কমিশনকে জানাতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই শনিবার আগেভাগে চিঠি পাঠিয়েছে নবান্ন।

আগের শুনানিতে মমতা অভিযোগ করেছিলেন, নামের বানান বা পদবি পরিবর্তনের মতো সামান্য কারণে বহু ভোটারকে এসআইআরের শুনানিতে হাজির হতে বলা হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ অযথা হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে তাঁর দাবি। আদালতও জানায়, বানানের ছোটখাটো ভুলের জন্য যেন কোনও ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না যায়, সে বিষয়ে কমিশনকে সতর্ক থাকতে হবে। একই সঙ্গে ভাষাগত সমস্যার সমাধানে বাংলা ভাষায় দক্ষ আধিকারিক নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নবান্নকে এমন আধিকারিকদের তালিকা দিতে বলা হয়েছিল।

এর পর কমিশন আদালতে জানায়, এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এসআইআরের কাজে মাত্র ৮০ জন গ্রেড-২ আধিকারিক দিয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বরং অঙ্গনওয়ারি কর্মীর মতো নিম্নস্তরের কর্মীদেরই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। যদিও এই অভিযোগ মানতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার এসআইআরের কাজে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে। এই মামলায় আগের দিনই নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নোটিস পাঠিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবারের মধ্যে দু'পক্ষের কাছ থেকে জবাব চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, শুনানির নোটিস জারি করার ক্ষেত্রে কমিশনের আধিকারিকদের আরও সংবেদনশীল হওয়ার কথাও আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে।

সিনেমার খবর

প্রতিটি নারীরই উচিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা: রানি মুখার্জি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখার্জি বরাবরই স্পষ্টভাষী। পর্দায় যেমন শক্তিশালী চরিত্রে তাকে দেখা যায়, ব্যক্তিজীবনেও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে লিঙ্গ বৈষম্য ও পারিবারিক মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রানি জানালেন, সামাজিক শিক্ষার আঁতুড়ঘর হলো নিজের বাড়ি।

রানির মতে, একজন নারী সমাজে কতটা সম্মান পাবেন, তা নির্ভর করে সেই পরিবারের পুরুষদের আচরণের ওপর। তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি সম্মান শুরু হয় নিজের ঘর থেকেই। যখন একজন ছেলে তার বাবার কাছে তার মায়ের প্রতি খারাপ আচরণ করতে দেখে, তখন তার মনে এই ধারণা তৈরি হয় যে মায়ের সঙ্গে যদি এমনটা করা যায়, তবে প্রতিটি মেয়ের সঙ্গেই এমন ব্যবহার করা সম্ভব।'

পুরুষদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রানি আরও যোগ করেন, 'বাড়িতে স্ত্রীদের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করা হয়, তার জন্য পুরুষরাই দায়ী। কারণ ছেলেরা এই পরিবেশ দেখেই বড় হয়। যদি পরিবারে মাকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়, তবেই একটি ছেলে বুঝতে পারবে সমাজে নারীদের মর্যাদা কতটুকু।'

পারিবারিক কলহ এবং উচ্চবাচ্য নিয়ে রানি বলেন, 'সব শিক্ষার শুরু আসলে ঘর থেকেই। একজন পুরুষের কখনই তার স্ত্রীর ওপর অযথা চিৎকার করা উচিত নয়। বরং একজন নারীরই উচিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের কণ্ঠ ছাড়া।'

স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণ করে রানি বলেন, 'স্কুল জীবনে আমি কেবল একটি ছেলেকেই চড় মেরেছিলাম, বাকিরা সবাই আমার বন্ধু ছিল। এসব শুনে আবার আমার স্বামীকে (আদিত্য চোপড়া) জিজ্ঞাসা করতে যেও না যে, বাড়িতে প্রতিদিন আমার সঙ্গে ঠিক কী হয়।'

নতুন পরিচয়ে তামান্না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া আবারও আলোচনায় তবে এবার নাচ বা পর্দার উপস্থিতির জন্য নয়, একেবারে ভিন্ন পরিচয়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি উদ্বোধন করেছেন নিজের জুয়েলারি ব্র্যান্ড 'তামান্না ফাইন জুয়েলারি'। একটি ঘোষণামূলক ভিডিওর মাধ্যমে নতুন এই উদ্যোগের কথা জানান তামান্না। তার পর্দার বাইরের ব্যক্তিগত স্টাইল ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধই এই ব্র্যান্ডের মূল অনুপ্রেরণা বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

নতুন উদ্যোগ নিয়ে তামান্নার ভাষ্য, এই ব্র্যান্ডে বিশেষ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনে পরার উপযোগী গয়নার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আরাম ও স্টাইল এই দুয়ের ভারসাম্যই এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যাশন ম্যাগাজিন গ্রাজিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, গয়নার ব্যবসার সঙ্গে তার পারিবারিক সংযোগ বহুদিনের। তার বাবা ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। একজন অভিনেত্রী হিসেবে সব সময় নিখুঁত উপস্থিতির চাপ থাকলেও একসময় তিনি বুঝতে পারেন, ফ্যাশনের নামে অস্বস্তিকর কিছু আর পরতে চান না। এমনও অভিজ্ঞতা হয়েছে, যেখানে পোশাক বা গয়নার কারণে শ্বাস নেওয়াই কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। সেখান থেকেই সিদ্ধান্ত অস্বস্তিকে আর কখনোই সাজসজ্জার অংশ বানাবেন না।

নিজের পছন্দের গয়না প্রসঙ্গে তামান্না জানান, গত আড়াই বছরে তিনি উজ্জ্বল স্বর্ণ, প্রাকৃতিক হীরা ও রত্নপাথরের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন যেগুলো বাস্তব জীবনে তাকে স্বচ্ছন্দ রাখে। নিজেকে 'অলস প্রকৃতির' মানুষ বলেও স্বীকার করেন তিনি; তাই সহজে পরা যায়, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মানানসই এমন গয়নাই তার পছন্দ। বাজারে সেই অভাব থেকেই 'তামান্না ফাইন জুয়েলারি'-এর ধারণার জন্ম।

'ডন ৩' থেকে আউট রণবীর ইন শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'ডন ৩' নিয়ে বহু দিন ধরে জল্পনা চলছে। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, এ সিনেমায় দেখা যাবে সময়ের আলোচিত অভিনেতা রণবীর সিংকে। কিন্তু 'ধুরন্ধর' সিনেমা মুক্তির পাওয়ার পর জানা গেল ভিন্ন কথা— তিনি 'ডন ৩' সিনেমা থেকে বেরিয়ে গেছেন।

হঠাৎ এ সিনেমা থেকে রণবীরের বেরিয়ে যাওয়া নিয়েও বলিপাড়াসহ নেটদুনিয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তারপর থেকে সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের প্রশ্ন— তাহলে 'ডন ৩' সিনেমায় কাকে দেখা যাবে? এমন খবর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই, আবার শোনা গেছে— ফারহান আখতার পরিচালিত 'ডন ৩' সিনেমায় বলি বাদশাহ শাহরুখ খানকেই দেখা যাবে।

এ নিয়ে পরিচালক ফারহান আখতার কী ভাবছেন, তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলেছে বলিউডের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র। পরিচালক নাকি এখনো ঠিক করে উঠতে পারেননি, 'ডন ৩' তিনি কাকে নিয়ে করবেন। এ সিদ্ধান্ত নিতে তার সময় লাগছে। তাই আপাতত এ সিনেমার কাজ স্থগিত রেখেছেন ফারহান আখতার।

ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, ফারহান মনে করেন— 'ডন ৩'-এর কাস্টিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খুব নিশ্চিত হয়েই এ সিনেমায় তিনি কাউকে নিতে চান। এই পুরো বিষয়টিই সময়সাপেক্ষ। তাই আপাতত 'ডন ৩'-র কাজ স্থগিত রেখে অন্য একটি সিনেমার কাজ শুরু করতে চলেছেন পরিচালক।

সেই সিনেমাটি হলো 'জি লে জরা'। এ সিনেমার ঘোষণা বেশ কয়েক বছর আগেই করেছিলেন পরিচালক ফারহান আখতার। সিনেমাতে অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া, ক্যাটরিনা কাইফ ও আলিয়া ভাটের অভিনয় করার কথা রয়েছে। আরও জানা গেছে, 'জি লে জরা' সিনেমাটি বরাবরই খুব বিশেষ। 'ডন ৩' যেহেতু এখন স্থগিত রাখা হচ্ছে, তাই এই সময়ে এ সিনেমাটি নিয়ে কাজ শুরু করার এটাই সঠিক সময় বলে মনে করছেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে ভারতের বিশ্বকাপ মিশন শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সহজ জয় দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিজেদের প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ২৯ রানে হারিয়েছে স্বাগতিকরা।

১৬২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নেমে শুরুতেই চাপে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। মাত্র ১৩ রান তুলতেই তিনটি উইকেট হারিয়ে বসে তারা। এরপর মিলিন্দ কুমার, সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি ও শুভাম রাঞ্জানে কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও কখনোই জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেনি দলটি।

মিলিন্দ কুমার ৩৪ বলে ৩৪, সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি ৩১ বলে ৩৭ এবং শেষ দিকে শুভাম রাঞ্জানে ২২ বলে ৩৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেললেও পরাজয়ের ব্যবধান কমানো ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি। ভারতের হয়ে মোহাম্মদ সিরাজ নেন ৩টি উইকেট, আর অক্ষর প্যাটেল ও আর্শদিপ সিং নেন দুটি করে উইকেট।

এর আগে ব্যাট করতে নেমে বড় বিপদেই পড়ে ভারত। টস জিতে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালে শুরুতেই গোল্ডেন ডাকে ফেরেন অভিষেক শর্মা। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে স্বাগতিকরা।

ইশান কিশান ১৬ বলে ২০ এবং তিলক ভার্মা ১৬ বলে ২৫ রান করলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি। শাদলে ফন শকউইকের একই ওভারে ইশান, তিলক ও শিভাম দুবে আউট হলে মাত্র ৫ বলের ব্যবধানে তিন উইকেট হারিয়ে চরম চাপে পড়ে ভারত। রিঙ্কু সিং ও হার্দিক পান্ডিয়াও অল্প রানেই ফিরে যান। এক পর্যায়ে ৭৭ রানে ৬ উইকেট হারায় ভারত।

সেই সংকটময় মুহূর্তে দলকে উদ্ধার করেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। দায়িত্বশীল ও আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে তিনি অপরাজিত থাকেন ৪৯ বলে ৮৪ রানে। তার ইনিংসটি ছিল ১০টি চার ও ৪টি ছক্কায় সাজানো। অক্ষর প্যাটেল ১১ বলে ১৪ রান করে তাকে কিছুটা সঙ্গ দেন।

নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬১ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ দাঁড় করায় ভারত। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে শাদলে ফন শকউইক ২৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে সেরা বোলার ছিলেন।

ইংল্যান্ডের বুকে কাঁপন ধরিয়ে হারল নেপাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হতাশায় ক্রিজে বসে পড়েছিলেন লোকেশ বম। গ্যালারিতে নেপালি সমর্থকদের চোখে-মুখে তখন বিস্ময় আর বেদনা, কেউ কেউ চোখের জলও ধরে রাখতে পারেননি। কারণ, এমন একটি ম্যাচ জয়ের সুযোগ হয়তো খুব ঘন ঘন আসে না। অল্পের জন্য সেই সুযোগ হাতছাড়া করল নেপাল।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের 'সি' গ্রুপের ম্যাচে ক্রিকেটের জনক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাত্র ৪ রানে হেরে যায় নেপাল। শেষ ৬ ওভারে ৮ উইকেট হাতে নিয়ে প্রয়োজন ছিল ৬২ রান। শেষ ওভারে সমীকরণ নেমে আসে ১০ রানে। কিন্তু স্নায়ুচাপে ভেঙে না পড়ে নিখুঁত বোলিং করেন স্যাম কারেন। তার শেষ ওভারের দৃঢ়তায় তীরে এসে তরী ডোবে নেপালের।

টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ইংল্যান্ড নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে তোলে ১৮৪ রান। ইংলিশ ইনিংসে ফিফটি করেন অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ও তিন নম্বরে নামা জ্যাকব বেথেল। শেষদিকে উইল জ্যাকসের ঝড়ো ইনিংসে শক্ত ভিত পায় ইংল্যান্ড। ৪টি ছক্কা ও ১টি চারে মাত্র ১৮ বলে অপরাজিত ৩৯ রান করেন তিনি।

জবাবে নেপাল শুরু থেকেই লড়াই চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৮০ রানেই থামে তাদের ইনিংস। লোকেশ বমের ২০ বলে ৩৯ রানের ঝকঝকে ইনিংসটি জয় এনে দিতে না পারলেও নেপালের সাহসী লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে থাকে।

অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন উইল জ্যাকস। ব্যাট হাতে ঝড়ো রান করার পাশাপাশি বল হাতেও অবদান রাখেন তিনি। ২ ওভার বল করে মাত্র ১৭ রান দিয়ে তুলে নেন নেপালি ওপেনার কুশল ভুর্তেলের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট।

এই জয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে ইংল্যান্ড, আর অল্পের জন্য ইতিহাস গড়ার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ নেপাল। গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ডের পরের ম্যাচ আগামী বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।

আফগানিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু নিউজিল্যান্ডের

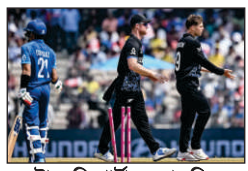

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জয় দিয়েই টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করল নিউজিল্যান্ড। আফগানিস্তানের দেওয়া ১৮৩ রানের লক্ষ্য তারা তাড়া করেছে ১৩ বল বাকি থাকতে। হাতে ছিল পাঁচ উইকেট। বিশ্বকাপে এর আগে ১৭০ রানের বেশি তাড়া করে কখনো জেতেনি নিউজিল্যান্ড। চেন্নাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়ল স্যান্টনারের দল।

টস জিতে আগে ব্যাট করে আফগানিস্তান তোলে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮২ রান। দলের পক্ষে গুলবাদিন নাইব করেন ৬৩ রান। এটি তার ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস। সেদিকউল্লাহ আতাল করেন ২৯ রান। রহমানউল্লাহ গুরবাজ করেন ২৭ রান। আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও নাজিবুল্লাহ রাসুলিও প্রয়োজনীয় রান যোগ করেন।

নিউজিল্যান্ডের বোলিংয়ে লকি ফার্গুসন নেন ২ উইকেট। রাচিন রবীন্দ্র একটি উইকেট শিকার করেন এবং দেন কম রান। শুরুতে আফগানরা ভালো অবস্থায় থাকলেও শেষ দিকে দ্রুত উইকেট হারায়।

লক্ষ্য তাড়ায় নিউজিল্যান্ডের শুরুটা সহজ ছিল না। নতুন বলে মুজিব উর রহমান দুই উইকেট তুলে নেন। ফিন অ্যালেন ও রাচিন রবীন্দ্র দুজনই বোল্ড হন। এক ওভারে দুই উইকেট নিয়ে ম্যাচে আফগানিস্তানকে ভালো অবস্থায় এনে দেন মুজিব।

এরপর ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন টিম সেইফার্ট ও গ্লেন ফিলিপস। তৃতীয় উইকেটে তারা গড়েন ৭৪ রানের জুটি। ফিলিপস ২৫ বলে ৪২ রান করে আউট হন। তাকে ফিরিয়ে আফগানিস্তান কিছুটা আশায় ফিরেছিল। তবে সেইফার্ট ছিলেন দারুণ ছন্দে। নবীর এক ওভারে ছক্কা ও চার মেরে তিনি পৌঁছান ফিফটিতে। ওই ওভারেই আউট হন তিনি। ৬৫ রান করে ফেরেন এই ব্যাটসম্যান।

শেষ দিকে মিচেল ও মার্ক চ্যাপম্যান শান্ত মাথায় ম্যাচ শেষ করেন। শেষ পাঁচ ওভারে প্রয়োজন ছিল মাত্র ৩২ রান। কোনো চাপ ছাড়াই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে নিউজিল্যান্ড।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR